অদ্বৈতবেদান্ত সম্মত (শংকরের) ব্রহ্মের স্বরূপ

আচার্য শংকর তাঁর অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

‘শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।’

অর্থাৎ যা কোটি কোটি গ্রন্থে এ যাবৎ বলা হয়েছে, একটি শ্লোকেই আমি তা ব্যক্ত করছি, তা হল - ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।

বহির্জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথা - ঘট, পটের নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে ‘অস্তি-ভাতি- প্রিয়ং’ অনুবর্তমান। ‘অস্তি’ অর্থে ‘সৎ’ বা ‘সত্তাবান’; ‘ভাতি’ অর্থে ‘প্রকাশ’ বা ‘চৈতন্য’ (কারণ চৈতন্য স্বপ্রকাশ) এবং ‘প্রিয়ং’ অর্থে ‘আনন্দময়’। জ্ঞানীয়বস্তু মাত্রই সৎ ও চৈতন্যে প্রকাশমান(ভাতি) এবং আনন্দদায়ক। নাম ও রূপ অনুবর্তমান না হওয়ায়, তাদের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নেই। বহির্জাগতিক নানা বিষয়ে অনুবর্তমান এই সৎ-চিৎ-আনন্দই শুদ্ধবিষয় বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

বিষয়ীগত দিক থেকে আত্মাই পরমার্থসৎ। জীবের চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অনুবর্তমান শুদ্ধবিষয়ী হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। জীবের চার প্রকার অবস্থা হচ্ছে - জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রত অবস্থায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। চেতনার বিষয় চেতনানির্ভররূপে থাকে না, স্বতন্ত্রভাবে থাকে। জাগ্রতকালীন চেতনার জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে। স্বপ্ন-চেতনায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। স্বপ্ন-চেতনার বিষয়ের ব্যবহারিক সত্যতা না থাকলেও প্রাতিভাসিক সত্যতা আছে - স্বপ্নকালীন চেতনার বিষয় স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয়। স্বপ্ন-চেতনার বিষয় বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক নয়। বন্ধ্যাপুত্রকে কখনই দেখা যায় না; কিন্তু স্বপ্নের বিষয় স্বপ্নকালে দৃষ্ট হয়।

সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় কেবল শুদ্ধচৈতন্য থাকে, চেতনার বিষয় থাকে না। গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা এমন বলি, ‘ঘুমটা ভাল হয়েছিল’। সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা বা জ্ঞান না থাকলে এমন বলা সম্ভব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দময় অবস্থা অর্থাৎ এই অবস্থায় চেতনা আনন্দস্বরূপে থাকে, যদিও তা সময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় সাধক শুদ্ধচৈতন্যকে দীর্ঘকাল ধরে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। জীবের এই চার অবস্থায় অনুবর্তমান শুদ্ধচৈতন্য জচ্ছে আত্মা। জীবের সব অবস্থাতেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবাধিত। অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে সংশয় করা গেলেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বকে সংশয় করা যায় না, কারণ সেই সংশয়ও এক চেতনক্রিয়া। কাজেই আত্মা অবাধিত, এবং যার বাধ হয় না তাই পরমতত্ত্ব বা সত্য। আত্মাই একমাত্র পরমার্থ সৎ।

‘বৃহ’ ধাতুর উত্তর ‘মন’ প্রত্যয় যোগে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। যার অর্থ ‘ব্যাপক মন’ বা যা ব্যাপকতম, মহত্তম বা জীবজগতের পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম সম্পর্কে এরূপ উক্তির সত্যতা অদ্বৈত বেদান্তী শংকরাচার্যের - ‘ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ’ অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য; ব্রহ্ম ভিন্ন আর সব কিছুই মিথ্যা। ব্রহ্ম সম্পর্কিত আলোচনা বিমূর্ত অধিবিদ্যক আলোচনা। তাই ব্রহ্ম সম্পর্কে জানতে হলে আচার্য শংকরের ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে এগোতে হবে। শংকরাচার্য ব্রহ্মের স্বরূপ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাহল -

অদ্বৈতবেদান্তী আচার্য শংকরের মতে, ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, প্রমাণাতীত ও লক্ষণাতীত। কারণ, যা প্রমাণ-প্রমেয়, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ, তারই নির্বচন সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্ম এর কোনটিই নয়। তাই ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। যা ভেদসাপেক্ষ তাই বিষয়। এই বিষয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদ নেই। তাই তা বিষয় নয়, তাই ব্রহ্ম প্রমাণাতীত। যা প্রমাণসাপেক্ষ, কেবল তারই লক্ষণ দেওয়া যায়। আবার লক্ষণ ইতরব্যবর্তকও বটে। একমাত্র বিষয়েরই ইতরব্যবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্ম কোন বিষয়ই নয়। তাই তাঁর ইতব্যবৃত্তির জন্য লক্ষণেরও প্রয়োজন নেই। এই জন্যই ব্রহ্ম লক্ষণাতীত।

তবে ব্রহ্ম অনিবর্চনীয়, প্রমাণের অগম্য ও লক্ষণাতীত হলেও ব্রহ্ম ‘শূন্য’ নয়। ব্রহ্মই একমাত্র ভাবাত্মক পরমার্থসৎ বস্তু। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থসৎ অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করে সকল বিষয়ের (মিথ্যার) ভাবরূপে প্রতিভাস হয়। কোনো মিথ্যা বিকল্পের সাহায্যে, যথার্থ সৎ ব্রহ্মের বর্ণনা করা যায় না।

ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ ঃ ব্রহ্মকে কোনো গুণের দ্বারা গুণান্বিত করলে কিংবা কোনো বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করলে তাঁকে সীমিত করা হবে। কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। যেমন যদি বলা হয় ফুলটি সাদা, তাহলে ফুল বিশেষ্যের সহিত সাদারূপ বিশেষণের পার্থক্য করা হল। আবার সাথে সাথে এও বলা হল ফুলটি সাদা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণের নয়। ফলে ফুলটি সাদারূপ বর্ণের দ্বারা বিশেষিত হয়ে সীমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদ রহিত এবং অসীম। তাই আচার্য শংকর বলেছেন ব্রহ্ম র্নিগুণ ও নির্বিশেষ।

ব্রহ্ম নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় ঃ ব্রহ্মের কোন বিকার বা অবস্থান্তর নেই। যেখানে বিকার আছে সেখানে পরিবর্তন। আর পরিবর্তন অভাবকে সূচীত করে, যা জড় জগতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মের কোনো অভাব নেই। ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত বা প্রতিভাত রূপ। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে জগতের কল্পনা করা যায় না।

ব্রহ্ম নিরুপাধিক ঃ ব্রহ্মের কোনো উপাধি বা বিশেষণ নেই। ব্রহ্ম দ্রব্য (substance) নয়, কারণ, দ্রব্য মাত্রই দৈশিক এবং ব্রহ্ম কোনো দেশে অবস্থান করে না। ব্রহ্ম অদৈশিক। ব্রহ্ম জগতের কারণ নয়, কেননা কার্য-কারণ কালিক ঘটনা। ব্রহ্ম অকালিক। ব্রহ্ম অনির্বাচ্য। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে গেলে তাকে কোনো জাতি অথবা ক্রিয়া অথবা গুণ অথবা সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয়; কিন্তু ব্রহ্মের কোনো জাতি, গুণ, ক্রিয়া নেই। আবার ভেদ না থাকায় এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ব্রহ্ম সম্পর্কিত হতে পারে।

ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত ঃ আচার্য শংকরের মতে ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদ রহিত। একটি বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফলের মধ্যে যে ভেদ, তা স্বগত ভেদ। স্বগতভেদ বিশিষ্ট বস্তু সবিশেষ, সাকার ও সগুণ। যা পরিবর্তনশীল ও সক্রিয়, কেবল তাই স্বগত ভেদবিশিষ্ট। অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও অপরিণামী ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্ম স্বগতভেদরহিত। আবার বৃক্ষ জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বৃক্ষের যে ভেদ তা হল সজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় একমাত্র সৎবস্তু হওয়ায় ব্রহ্মের জাতি স্বীকার্য নয়। তাই ব্রহ্ম সজাতীয় ভেদরহিত। আবার বৃক্ষ জাতির সাথে অন্য জাতির (যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির) যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু ব্রহ্মের কোন বিজাতি না থাকায় বিজাতীয় ভেদও ব্রহ্মের ক্ষেত্রে আচার্য শংকর স্বীকার করেন নি। সুতরাং তিনি বলেন, ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদরহিত।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঃ শংকরাচার্যের মতে, ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। এগুলি ব্রহ্মের কোনো গুণ নয়, স্বরূপ। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ বলতে বোঝায়, ব্রহ্ম সনাতন সত্তা। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ বলতে বোঝায় ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ। সর্বশেষ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপও বটে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ - এই তিনটি শব্দ আবার নেতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ব্রহ্ম 'সৎ' বলতে ব্রহ্ম অসৎ নয়; 'চিৎ' বলতে অচিৎ বা জড় নয়; 'আনন্দ' অর্থে ব্রহ্ম দুঃখস্বরূপ নয়। শংকরের মতে নেতি নেতি দ্বারা ব্রহ্ম এই নয়, ব্রহ্ম ঐ নয় - এইভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, সর্বব্যাপী, এক, অদ্বিতীয় পূর্ণ সত্তা। ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ ও নিত্য মুক্তস্বরূপ। এই শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে ব্রহ্ম অনিত্য নয়, ব্রহ্ম অশুদ্ধ নয়, আবার অবুদ্ধ বা অচেতন নয়, অমুক্ত বা বদ্ধ নয়। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। অন্যান্য সকল বস্তু দৃশ্য বা জ্ঞেয়, কিন্তু ব্রহ্ম দ্রষ্টা। তা কখনো কোনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

র্নিগুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, নির্গুণ ব্রহ্মকে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু তা করলে ব্রহ্মকে সীমিত করা হবে। কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। আসলে শংকরের মতে, এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর সাধনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির একটি উপায়মাত্র। ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করে যে জগৎ সত্য নয়, মিথ্যা। যখনই ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই সাধক উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বর ও ব্রহ্মের পার্থক্য

ব্রহ্ম যদি কখনো জ্ঞানের বিষয় না হয়, ব্রহ্ম যদি আবাঙমানসগোচর হয় বা ব্রহ্ম যদি আলোচনার বিষয় না হয়, তাহলে ব্রহ্মকে কিভাবে উপলব্ধি করা যাবে ? কিংবা আমরা যে জগৎস্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারকরূপে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দিই তাই বা কি ? এর উত্তরে আচার্য শংকর নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ও ব্রহ্মের পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘নেতি’, ‘নেতি’-র দ্বারা উপলব্ধি করা যায় নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। নির্গুণ ব্রহ্মকে আলোচনার বিষয় বা জ্ঞানের বিষয় করতে গেলে তা নাম, জাতি, গুণ ইত্যাদি জ্ঞানীয় বিশেষণে সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়। সগুণ ব্রহ্মের আলোচনায় ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক ইত্যাদিরূপে চিন্তা করা হয়। সগুণ ব্রহ্মই শংকরের মতে ঈশ্বর।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বর। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিতভাবে ব্রহ্ম নির্গুণ, জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরূপে ব্রহ্ম সগুণ বা ঈশ্বর। বস্তুত নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই।

তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে বলেছেন, ‘পরব্রহ্ম’, আর সগুণ ব্রহ্মকে বলেছেন, ‘অপরব্রহ্ম’। যা পরব্রহ্ম, তাই অপরব্রহ্ম। অজ্ঞানগম্য ব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জ্ঞানীয় বিষয় করলে তা অপরব্রহ্মে প্রতীত হয়। শংকরাচার্য জগতের ব্যবহারিক সত্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি উপহিত হয়ে মায়া শক্তির দ্বারা জগৎরূপে প্রকাশিত হন। সাধারণ মানুষ অবিদ্যাবশতঃ এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের বহুত্বকে সত্য বলে মনে করে। মায়া ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ হওয়ায় তিনি তাঁর মায়াজালে আবদ্ধ হন না। যেমন মাকড়সা নিজের সৃষ্ট জালে জড়িয়ে পড়ে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের মায়া শক্তির দ্বারা প্রতারিত হয়ে জগতের সত্যতায় বিশ্বাস করে না। তাঁরা এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকেই সত্য বলে উপলব্ধি করেন।

সগুণ ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহার কর্তা। ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা জগৎরূপে প্রতিভাত হন এবং জগৎ ধ্বংসের পর ঈশ্বরে বিলীন হন। ঈশ্বর জগতের অন্তর্নিহিত প্রাণ সত্ত্বা, তাই তিনি অন্তর্যামী। এতসব সত্ত্বেও তিনি জগতের অতিরিক্ত। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, নিয়মশৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা। ঈশ্বর বিশুদ্ধ এক নয়, তিনি বহুকে নিয়ে এক। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সক্রিয়, সর্বজ্ঞ। এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জীবের উপাস্য। আচার্য শংকরের মতে এগুলি সবই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। নির্গুণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের সারসত্য হল- পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্মের মায়াশক্তি এবং জীবের অবিদ্যাবশতঃ সেই একই ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সগুণ ব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অতিরিক্ত অন্য কোন ভেদ স্বীকার্য নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ